Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৭ আষাঢ় ১৪৩৩

DU in Media

01 July 2026

কালবেলা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা ও ঐতিহ্য

বাঙালি জাতির ইতিহাসে এক অনন্য গৌরবোজ্জ্বল দিন ১৯২১ সালের ১ জুলাই। এই দিনে পূর্ববঙ্গে উচ্চশিক্ষার আলো ছড়াতে এবং একটি অনগ্রসর জনপদকে আলোড়িত করতে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি)। তৎকালীন অবিভক্ত ভারতের অনগ্রসর পূর্ব বাংলা ও আসাম অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি, ত্যাগ ও আকাঙ্ক্ষার ফসল ছিল এই বিদ্যাপীঠ। কালক্রমে এটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তো বটেই, বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও রাজনীতির এক প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।



১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এবং পরে ১৯১১ সালে তা রদ হয়। এর ফলে পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে মুসলিম সমাজ শিক্ষাদীক্ষায় পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কায় পড়ে। এই ক্ষতিপূরণ এবং অঞ্চলের মানুষের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে তৎকালীন ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ পূর্ব বাংলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক এবং নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর মতো দূরদর্শী নেতার অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং 'নাথান কমিশন'-এর সুপারিশের ভিত্তিতে অবশেষে ১৯২১ সালে ঢাকার রমনা এলাকায় চোখজুড়ানো সবুজ চত্বরে প্রতিষ্ঠিত হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে একটি 'আবাসিক ও শিক্ষামূলক' বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এর কার্যক্রম শুরু হয়। উদ্বোধনী দিনে মাত্র ৩টি অনুষদ, ১২টি বিভাগ, ৬০ জন শিক্ষক এবং ৮৪৭ জন ছাত্র নিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়। তখনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল অনন্য; যেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ ছিল বাধ্যতামূলক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্রকে কোনো না কোনো হলের আবাসিক বা অনাবাসিক ছাত্র হতে হতো। শিক্ষার উচ্চমান এবং অসাধারণ গবেষণা পরিবেশের কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই এটি বিশ্বজুড়ে 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' হিসেবে খ্যাতি লাভ করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস শুধু জ্ঞানচর্চার ইতিহাস নয়। বাঙালির অধিকার আদায়ের সংগ্রামের ইতিহাস রচিত হয়েছে এই ক্যাম্পাস ঘিরে। একটি বিশ্ববিদ্যালয় কীভাবে একটি গোটা জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে, ঢাবি তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে ঢাবির ছাত্ররাই প্রথম ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথে নেমেছিল। এই ক্যাম্পাসই ছিল আইয়ুব খানের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি। এ ছাড়া স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলিত হয় এই ঢাবির কলা ভবনের সামনে। আবার ২৬ মার্চের কালরাত্রিতে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতম গণহত্যার প্রথম শিকার হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, এটি বাংলাদেশের এক জীবন্ত ঐতিহাসিক স্থান। গত এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছে অসংখ্য বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ ও গবেষক, যারা বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন। ১৯২১ সালের ১ জুলাই যে প্রদীপটি প্রজ্বলিত হয়েছিল, তা আজও কোটি বাঙালির হৃদয়ে মুক্তবুদ্ধি ও প্রগতির আলো ছড়িয়ে চলেছে।

দৈনিক আমাদের বার্তা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস আজ

■ আমাদের বার্তা ডেস্ক

আজ ১ জুলাই। ১০৬তম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও উচ্চশিক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'। এ উপলক্ষে দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য কর্মসূচি নেয়া হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে, প্রধান অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম আজ বুধবার সকাল ১০টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সম্মুখস্থ পায়রা চত্বরে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের বিভিন্ন কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন।

কর্মসূচি অনুযায়ী- সকাল সাড়ে ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হল ও হোস্টেল থেকে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা শোভাযাত্রা সহকারে স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে সমবেত হবেন। সেখান থেকে সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হবে। শোভাযাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অ্যালামনাই, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশ নিবেন।

এদিন সকাল ১০টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সম্মুখস্থ পায়রা চত্বরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা, বিশ্ববিদ্যালয় ও হলগুলোর পতাকা উত্তোলন এবং কেক কাটা হবে। এসময় সংগীত বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতীয়



সংগীত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের থিম সং এবং রবীন্দ্র সংগীত ও নজরুল সংগীত পরিবেশিত হবে। এছাড়া, বিদেশি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অন্য একটি সংগীত পরিবেশিত হবে।

সকাল সাড়ে ১০টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের প্রতিপাদ্য 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও উচ্চশিক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ এফ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় আলোচনা সভায় সম্মানিত অতিথি থাকবেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

আলোচনা সভার শুরুতে দিবসটি উপলক্ষে প্রকাশিত 'স্মরণিকা'র মোড়ক উন্মোচন করা হবে।

দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে আজ সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ক্লাস বন্ধ থাকবে, তবে পরীক্ষাগুলো যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য, ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছিল।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৭ আষাঢ় ১৪৩৩

DU in Media

01 July 2026

মানবজমিন

১০৬ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঐতিহ্যের পাশে গবেষণার চ্যালেঞ্জ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার: ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থান, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে নেতৃত্ব দিয়ে দেশের ইতিহাসে অনন্য স্থান করে নিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯২১ সালের ১লা জুলাই প্রতিষ্ঠিত দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠটি আজ ১০৬তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। তবে ঐতিহ্যের পাশাপাশি গবেষণা ও উদ্ভাবনে বিশ্ববিদ্যালয়টির অগ্রগতি নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গেছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১ হাজার ৩৫ কোটি টাকার বাজেটের মধ্যে গবেষণা খাতে বরাদ্দ ছিল মাত্র ২১ কোটি ৫৭ লাখ টাকা, যা মোট বাজেটের ২ দশমিক ৮ শতাংশেরও কম। অন্যদিকে, আসন্ন ২০২৬-২৭ অর্থবছরে গবেষণা খাতে ইউজিসি'র কোনো বরাদ্দ রাখা হয়নি। সীমিত অর্থায়নের মধ্যেও গবেষণা প্রকাশনায় দেশের শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ২০২৫ সালে স্কোপাস ইনডেক্সড জার্নালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকরা ১ হাজার ৭৮৯টি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন, যা দেশের সর্বোচ্চ। পাশাপাশি ২০২৬ সালের কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বের শীর্ষ ৬০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে টানা তৃতীয়বারের মতো স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া কিউএস এশিয়া র‍্যাঙ্কিংয়ে ১৩২তম এবং টাইমস হায়ার এডুকেশন র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪০১-৬০০ ব্যান্ডে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। তবে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত, আধুনিক গবেষণাগার, আন্তর্জাতিক গবেষণা সহযোগিতা এবং পর্যাপ্ত অর্থায়নের অভাব এখনো বড় চ্যালেঞ্জ। প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষার্থীর বিপরীতে শিক্ষক রয়েছেন দুই হাজারের কিছু বেশি। অনেক গবেষণাগারে আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে। পাশাপাশি আবাসন সংকট, গবেষণা ভাতা ও ফেলোশিপের স্বল্পতাও শিক্ষার মান উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম গবেষণা ও উদ্ভাবনে আরও বিনিয়োগ বাড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন। তবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মতে, আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এগিয়ে যেতে গবেষণায় বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি, আধুনিক অবকাঠামো গড়ে তোলা এবং প্রশাসনিক সংস্কারের বিকল্প নেই। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বুধবার 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও উচ্চ শিক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিপাদ্যে নানা কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। ঐতিহ্যের গৌরব ধরে রাখার পাশাপাশি গবেষণা ও উদ্ভাবনে নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোই এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

রূপালী বাংলাদেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস

আজ দেশের সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) দিবস। এটি বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক জাগরণের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। ১৯২১ সালের ১ জুলাই প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ব্রিটিশ ভারতের পূর্বাঞ্চলে উচ্চশিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে গড়ে ওঠে। মাত্র তিনটি অনুষদ, ১২টি বিভাগ ও প্রায় ৮৭৭ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও আজ এটি দেশের সর্ববৃহৎ ও অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রতিটি জাতীয় আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এজন্য একে অনেক সময় 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' বলা হয়। দেশের রাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বহু কৃতী ব্যক্তিত্ব এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন। প্রতি বছর ১ জুলাই 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' হিসেবে পালিত হয়।

সংগ্রাম



১০৬তম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস আজ

■ সংগ্রাম ডেস্ক

আজ ১ জুলাই ১০৬তম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস। দিনব্যাপী নানা বর্ণাঢ্য কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি উদযাপন করা হবে। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও উচ্চশিক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।'

এরই মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপনের সার্বিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে। ভিসি অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে বর্তমান ও সাবেক শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক ও অভিভাবক, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে এক প্রস্তুতি সভা ভিসির সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে বুধবার সকাল সাড়ে ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হল ও হোস্টেল থেকে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ শোভাযাত্রা সহকারে স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে সমবেত হবেন। সেখান থেকে সকাল ৯টা৪৫ মিনিটে ভিসি অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হবে। শোভাযাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অ্যালামনাই, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশ নেবেন। সকাল ১০টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সামনের চত্বরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা, বিশ্ববিদ্যালয় ও হলসমূহের পতাকা (৯-এর পৃষ্ঠার ৬ কলাম)

১০৬তম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১২-এর পৃঃ ৪-এর কঃ পর)

উত্তোলন এবং কেক কাটা হবে। এসময় সংগীত বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের থিম সং এবং রবীন্দ্র সংগীত ও মঙ্গলগ সংগীত পরিবেশিত হবে। এছাড়া, বিদেশী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অন্য একটি সংগীত পরিবেশিত হবে।

সকাল সাড়ে ১০ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের প্রতিপাদ্য 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও উচ্চশিক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক এক আলোচনা সভা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আজ সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সব ক্লাস বন্ধ থাকবে, তবে পরীক্ষা যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে।

দিবসটি উপলক্ষে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের উদ্যোগে বুধবার বিকাল ৩টায় অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে এক প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে আজ বেলা আড়াইটা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যানবাহন প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত থাকবে। তার পরবর্তী থেকে দোয়েল চত্বর হয়ে হাইকোর্ট মোড়ের রাস্তা উন্মুক্ত থাকলেও গণপরিবহন এবং ভারী যানবাহন প্রবেশ সবসময়ই নিয়ন্ত্রিত থাকবে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৭ আষাঢ় ১৪৩৩

DU in Media

01 July 2026

ভোরের ডাক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপনের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন



দিনব্যাপী নানা বর্ণাঢ্য কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আগামীকাল আজ বুধবার ১০৬তম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপন করা হবে। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও উচ্চশিক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'। উৎসবমুখর পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপনের সার্বিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষ্যে বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক ও অভিভাবক, কর্মকর্তা-কর্মচারী-সহ সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর অগ্রযাত্রায় এবং শিক্ষা ও গবেষণার আধুনিকায়নে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে এক প্রস্তুতি সভা

গতকাল মঙ্গলবার উপাচার্যের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী-সহ দিবসটি উদযাপন উপলক্ষ্যে গঠিত বিভিন্ন উপ-কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্য-সচিব উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপনের সার্বিক প্রস্তুতি পর্যালোচনা করা হয়।

-খবর বিজ্ঞপ্তি

প্রথম আলো

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস আজ

প্রতিবেদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দিনব্যাপী নানা বর্ণাঢ্য কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আজ বুধবার (১ জুলাই) ১০৬তম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপন করা হবে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও উচ্চশিক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়'। উৎসবমুখর পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপনের সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা গতকাল মঙ্গলবার উপাচার্যের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক আবদুস সালাম, সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীসহ দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে গঠিত বিভিন্ন উপকমিটির আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্‌যাপনের সার্বিক প্রস্তুতি পর্যালোচনা করা হয়।

দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে আজ সকালে থাকছে শোভাযাত্রা। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অ্যালামনাই, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশ নেবেন। এ ছাড়া ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সামনের চত্বরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা, বিশ্ববিদ্যালয় ও হলগুলোর পতাকা উত্তোলন এবং কেক কাটা হবে। সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের প্রতিপাদ্য 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও উচ্চশিক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। বেলা ৩টায় অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে এক প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষে সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে আজ বেলা আড়াইটা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যানবাহন প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত থাকবে।

খবরের কাগজ

১০৬ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আরিফ জাওয়াদ

প্রতিষ্ঠার ১০৫ বছর অতিক্রম করে ১০৬ বছরে পদার্পণ করছে প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এক শতাব্দীর বেশি সময় ধরে জ্ঞানচর্চার এই বিদ্যাপীঠ শুধু ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকেনি; বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, গণতন্ত্রের পক্ষে অবস্থান এবং জাতীয় চেতনার অন্যতম প্রধান বাতিঘর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাংলার ইতিহাসের প্রায় প্রতিটি সন্ধিক্ষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমেই সংযুক্ত হয়েছে। ভাষার অধিকারের প্রশ্নে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সালের আন্দোলন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন কিংবা সাম্প্রতিক ২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলন; প্রতিটি পর্বেই এই ক্যাম্পাস হয়ে উঠেছে প্রতিরোধের ভাষা, সাহসের ঠিকানা। ইতিহাসের কঠিন মুহূর্তে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা শুধু দর্শক হয়ে থাকেননি; বরং সময়ের প্রয়োজনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, উৎসর্গ করেছেন জীবন, লিখেছেন জাতির নতুন অধ্যায়। বিশ্বের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই জ্ঞানচর্চায় খ্যাতির শিখরে পৌঁছেছে। কিন্তু একটি রাষ্ট্রের জন্ম, বিকাশ ও গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার সঙ্গে এত গভীরভাবে জড়িয়ে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ খুব বেশি নেই। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম নয়; এটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ও বিবর্তনের জীবন্ত দলিল।

এই প্রতিষ্ঠানের জন্মও ঘটে দীর্ঘ সংগ্রামের ভেতর দিয়ে। বঙ্গভঙ্গ-পরবর্তী সময়ে পূর্ব বাংলায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের দাবির প্রেক্ষাপটে ১৯১২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ পূর্ববঙ্গে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর ঢাকার উচ্চবর্ণের হিন্দু জমিদার এবং উচ্চশ্রেণির মুসলমানদের মিলিত উদ্যোগে এগিয়ে যায় সেই স্বপ্ন। জগন্নাথ হলের জন্য জমি ও অর্থ দান করেন বালিয়াটির জমিদার কিশোরী লাল। কার্জন হলের জন্য ভাওয়াল রাজকুমাররা জমি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকসহ তৎকালীন মুসলিম নেতারাও এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯১২ সালে ব্যারিস্টার আর. নাথানের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। ১৯১৩ সালে নাথান কমিটির প্রতিবেদন এবং একই বছরের স্যাডলার কমিশনের ইতিবাচক মতামতের ভিত্তিতে ১৯২০ সালের ১৩ মার্চ ভারতীয় আইনসভায় পাস হয় 'দ্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট, ১৯২০।' এরপর ১৯২১ সালের ১ জুলাই রমনার সবুজ প্রান্তরে প্রায় ৬০০ একর জমির ওপর আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আজকের সেই দিনটিই উদযাপিত হবে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস হিসেবে।

এবারের ১০৬তম বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে– 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও উচ্চশিক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।' প্রতিপাদ্যটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করেছে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৭ আষাঢ় ১৪৩৩

DU in Media

01 July 2026

দৈনিক ইত্তেফাক

০১/০৭/২৬

গৌরবের ১০৬ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়



■ জামিনুল ইসলাম মজুমদার

জ্ঞানচর্চা, মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে অবিচ্ছেদ্য নাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দরিদ্র, অবহেলিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য উচ্চশিক্ষার দুয়ার উন্মুক্ত করার স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু করা এই প্রতিষ্ঠান আজ ১০৬ বছরে পদার্পণ করেছে। বাঙালি মধ্যবিত্তের বিকাশ, শিক্ষিত জাতি গঠন এবং ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে সর্বশেষ চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান; দেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক সংগ্রামে নেতৃত্ব ও প্রেরণার উৎস হিসেবে ভূমিকা রেখে বিশ্ববিদ্যালয়টি আজ দেশের প্রধান জ্ঞানকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।

১৯২১ সালের ১ জুলাই ঔপনিবেশিক শাসনামলে পূর্ববঙ্গের মানুষের দীর্ঘদিনের উচ্চশিক্ষার দাবির প্রেক্ষাপটে ঢাকার রমনা এলাকায় প্রায় ৬০০ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়টি। বঙ্গভঙ্গ রদের পর পূর্ববঙ্গের মানুষের উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এর প্রতিষ্ঠা। ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ লর্ড লিটন এটিকে আখ্যায়িত করেছিলেন 'স্পেনডিড ইম্পিরিয়াল কমপেনসেশন' অর্থাৎ 'বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে সাম্রাজ্যের

পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

CS Scanned with CamScanner

গৌরবের ১০৬ বছরে

১৬ পৃষ্ঠার পর

এক অনন্য উপহার'। সেসময় মাত্র তিনটি আবাসিক হল ও তিনটি অনুষদের অধীনে (বিজ্ঞান, কলা ও আইন) ১২টি বিভাগ, ৬০ জন শিক্ষক ও ৮৪৭ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয়টির। বর্তমানে অনুষদের সংখ্যা ১৩, মোট বিভাগের সংখ্যা ৮৪। এছাড়া রয়েছে ১৩টি ইনস্টিটিউট, ৫৭টি গবেষণা ব্যুরো ও কেন্দ্র, ১৯টি আবাসিক হল এবং ৪টি হোস্টেল। বর্তমানে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩৭ হাজারেরও বেশি। পাশাপাশি রয়েছে ২ হাজারের বেশি শিক্ষক, ১ হাজারের বেশি কর্মকর্তা এবং প্রায় ৩ হাজার তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১০৫ বছর অতিক্রম করলেও অপ্রতুল বাজেট, সক্ষমতার তুলনায় অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি এবং দীর্ঘদিনের অবকাঠামোগত সংকটের মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলছে। আবাসন সংকটে ভুগছেন শিক্ষার্থীরা, পুরোনো শ্রেণিকক্ষ ও গবেষণাগারে চলছে পাঠদান ও গবেষণা। শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক সেবাও এখনো আধুনিকায়ন হয়নি। একই সঙ্গে আবাসিক হল ও ক্যাম্পাসে ছাত্রসংগঠনগুলোর রাজনৈতিক প্রভাব, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের স্থবিরতা এবং শিক্ষকদের একটি অংশের একাডেমিক কার্যক্রমের বাইরে বেশি মনোযোগী থাকার অভিযোগও রয়েছে। এ বছর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য ১ হাজার ৩৩ কোটি ২১ লাখ টাকা বাজেট ঘোষণা করেছে। বাজেটে গবেষণা খাতে বরাদ্দ এখনো সীমিত। গবেষণা অনুদানের জন্য মাত্র ২১ কোটি টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে, যা মোট বাজেটের মাত্র ২ দশমিক ০৩ শতাংশ। আগের অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ২ দশমিক ০৮ শতাংশ। শত সীমাবদ্ধতার মাঝেও সম্প্রতি প্রকাশিত 'কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং ২০২৭: টপ গ্লোবাল ইউনিভার্সিটিস' শীর্ষক তালিকায় তৃতীয়বারের মতো বিশ্বের সেরা ৬০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবসটি উপলক্ষ্যে এক শুভেচ্ছা বার্তায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বর্তমান ও সাবেক শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। একই সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার আধুনিকায়ন এবং অগ্রযাত্রায় সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

দিনব্যাপী নানা আয়োজন: বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উপলক্ষ্যে এ বছর 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও উচ্চশিক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। আজ সকাল সাড়ে নয়টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হল ও হোস্টেল থেকে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ শোভাযাত্রা সহকারে স্মৃতি চিরন্তন চত্বরে সমবেত হবেন। সেখান থেকে উপাচার্যের নেতৃত্বে ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হবে। সকাল দশটায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সম্মুখস্থ পায়রা চত্বরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা, বিশ্ববিদ্যালয় ও হলসমূহের পতাকা উত্তোলন এবং কেক কাটা হবে। এ সময় সংগীত বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের থিম সং এবং রবীন্দ্র ও নজরুল সংগীত পরিবেশিত হবে। এছাড়া সকাল সাড়ে দশটায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের প্রতিপাদ্য 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও উচ্চশিক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হবে।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গতকাল দেওয়া এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক, আগামী দিনেও জাতিকে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, যোগ্য নেতৃত্ব ও মানবিকতার পথে দিকনির্দেশনা দেবে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।'

পৃথক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের এই যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও অটোমেশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রচলিত শিক্ষা কারিকুলামকে আধুনিক ও সময়োপযোগী করার কোনো বিকল্প নেই। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কর্মপন্থা নির্ধারণ এখন সময়ের দাবি।

সমকাল

১০৬ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

■ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

গবেষণা-উদ্ভাবনে অ্যালামনাইদের সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ এবং দেশের প্রতিটি গণআন্দোলনের অগ্রভাগে থাকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ ১ জুলাই। 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও উচ্চশিক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিপাদ্যে এবার দিবসটি উদযাপন করা হচ্ছে।

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত সব কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করে গতকাল মঙ্গলবার বাণী দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। শিক্ষক, অভিভাবক, সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সব সদস্যকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অ্যালামনাই দেশে-বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং বিভিন্ন পেশাগত ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। সেসব প্রতিষ্ঠিত অ্যালামনাইকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার সুযোগ রয়েছে। যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের অনেক দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইরা গবেষণা ও উদ্ভাবন কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন। গবেষণা ও উদ্ভাবনে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইদের আরও সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানাই।'

আজ বুধবার সকাল পৌনে ১০টায় উপাচার্য ভবন-সংলগ্ন স্মৃতি চিরন্তন চত্বর থেকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুর ইসলামের নেতৃত্বে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হবে। সকাল ১০টায় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) চত্বরে জাতীয় পতাকা, বিশ্ববিদ্যালয় ও হলগুলোর পতাকা উত্তোলন, কেক কাটা, জাতীয় সংগীত, বিশ্ববিদ্যালয়ের থিম সং, রবীন্দ্র সংগীত ও নজরুল সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী আয়োজন হবে। বিদেশি শিক্ষার্থীরাও সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেবেন।

সকাল সাড়ে ১০টায় টিএসসি মিলনায়তনে উপাচার্যের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। এতে 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও উচ্চশিক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ এফ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। পরে বিকেল ৩টায় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের উদ্যোগে অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ চৌধুরী মিলনায়তনে প্যানেল আলোচনা হবে। এতে প্রধান অতিথি থাকবেন প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম। প্যানেল আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেবেন অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ এবং উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. মাহবুব উল্লাহ।

১৯২১ সালে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে যাত্রা শুরু করা প্রতিষ্ঠানটি সময়ের পরিক্রমায় দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিল্পী, প্রশাসক ও রাষ্ট্রনায়কদের গড়ে তুলেছে। একই সঙ্গে ভাষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও ভূমিকা রেখেছে বিশ্ববিদ্যালয়টি।

বাংলার জমিন

ঢাবি দেশের সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে: প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক বাণীতে তিনি এই মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী গণ-অভ্যুত্থান, ২০২৪ সালের ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানসহ বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নেতৃত্ব দিয়েছেন।

তিনি বলেন, প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এটি অবশ্যই আমাদের জন্য গৌরবের। এ উপলক্ষে আমি সম্মানিত শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। তারেক রহমান বলেন, ১৯২১ সাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশে উচ্চশিক্ষার প্রসার, জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী গণ-অভ্যুত্থান, ২০২৪ সালের ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানসহ বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামে হাজারো সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীকে জীবন দিতে হয়েছে। তিনি আরও বলেন, অনেক ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে আমরা দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। এবার গণতন্ত্র সুসংহত করার পালা। এক্ষেত্রেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা রয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও উচ্চশিক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সরকারপ্রধান বলেন, চতুর্থ শিল্প-বিপ্লবের এই যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও অটোমেশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রচলিত শিক্ষা কারিকুলামকে আধুনিক ও সময়োপযোগী করার কোনো বিকল্প নেই। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন কর্মপন্থা নির্ধারণ করা এখন সময়ের দাবি। তিনি বলেন, প্রযুক্তিগত বিপ্লব মোকাবিলায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার সিকিউরিটি, প্রোগ্রামিং, ডিজিটাল এন্টারপ্রেনারশিপ, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ন্যানোটেকনোলজি এবং ফাইভ-জি প্রযুক্তির মতো বিষয়গুলো শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করার বিকল্প নেই। শিক্ষাকে শুধু সার্টিফিকেটনির্ভর না রেখে কর্মদক্ষতা ও প্রায়োগিক শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে, যা বাস্তব জীবনে যেকোনো দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবে। এ কারণেই তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের দিকেও নজর দেয়া জরুরি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় বাড়িয়ে ইন্টার্নশিপ, অ্যাপ্রেন্টিসশিপ এবং ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সহযোগিতা জোরদারের বিষয়টি শুধু পরিকল্পনা কিংবা পদক্ষেপ গ্রহণে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তবায়ন জরুরি হয়ে পড়েছে।

তিনি আরও বলেন, মেধা ও একাডেমিক যোগ্যতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সংস্কৃতি জোরদার করতে হবে। বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি গবেষণা ও উদ্ভাবনের দিকে আরও বেশি মনোযোগী হওয়া জরুরি। তারেক রহমান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অ্যালামনাই দেশে-বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে জ্ঞান, বিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং বিভিন্ন পেশাগত ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। সেইসব প্রতিষ্ঠিত অ্যালামনাইকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার সুযোগ রয়েছে। বৃটেনসহ বিশ্বের অনেক দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইরা গবেষণা ও উদ্ভাবন কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন। গবেষণা ও উদ্ভাবনে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইদের আরও সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানাই।

তিনি বলেন, সংস্কৃতি, খেলাধুলা ও সৃজনশীল চর্চাকে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে একটি বহুমাত্রিক শিক্ষা কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। বৈশ্বিক কর্মবাজারে জায়গা করে নিতে শিক্ষার্থীদের বাংলা ও ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি একটি তৃতীয় ভাষায়ও পারদর্শী হতে হবে। প্রযুক্তিগত দক্ষতার পাশাপাশি তাদের নৈতিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে। সরকারপ্রধান বলেন, শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কেও সচেতন হতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকেই তরুণদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা চাকরির পেছনে না ছুটে নিজেরাই কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে পারে। আমি 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৭ আষাঢ় ১৪৩৩

DU in Media

01 July 2026

`

দৈনিক বাংলা



প্রধানমন্ত্রী দেশের সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

দৈনিক বাংলা ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী গণঅভ্যুত্থান, ২০২৪ সালের ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানসহ বাংলাদেশের সব গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নেতৃত্ব দিয়েছেন। আজ বুধবার 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার দেওয়া এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। আজ ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী।

তারেক রহমান বলেন, 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে। এটি অবশ্যই আমাদের জন্য গৌরবের। এ উপলক্ষে আমি সম্মানিত শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সব সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯২১ সাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশে উচ্চশিক্ষার প্রসার, জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী গণ-অভ্যুত্থান, ২০২৪ সালের ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানসহ বাংলাদেশের সব গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে ঢাকা

বিস্তারিত পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে: প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী গণঅভ্যুত্থান, ২০২৪ সালের ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানসহ বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নেতৃত্ব দিয়েছেন। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' উপলক্ষে মঙ্গলবার দেওয়া এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। উল্লেখ্য, আগামীকাল ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী উচ্চশিক্ষা

পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

দেশের সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব

প্রথম পৃষ্ঠার পর ››

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামে হাজারো সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীকে জীবন দিতে হয়েছে।

সরকারপ্রধান বলেন, অনেক ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে আমরা দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। এবার গণতন্ত্র সুসংহত করার পালা। এক্ষেত্রেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা রয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে 'বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও উচ্চশিক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের এই যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও অটোমেশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রচলিত শিক্ষা কারিকুলামকে আধুনিক ও সময়োপযোগী করার কোনো বিকল্প নেই। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন কর্মপন্থা নির্ধারণ করা এখন সময়ের দাবি।

তারেক রহমান বলেন, প্রযুক্তিগত বিপ্লব মোকাবিলায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার সিকিউরিটি, প্রোগ্রামিং, ডিজিটাল এন্টারপ্রেনারশিপ, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ন্যানোটেকনোলজি এবং ফাইভ-জি প্রযুক্তির মতো বিষয়গুলো শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করার বিকল্প নেই। শিক্ষাকে শুধু সার্টিফিকেট-নির্ভর না রেখে কর্মদক্ষতা ও প্রায়োগিক শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে, যা বাস্তব জীবনে যেকোনো দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবে। এ কারণেই তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের দিকেও নজর দেওয়া জরুরি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় বাড়িয়ে ইন্টার্নশিপ, অ্যাপ্রেন্টিসশিপ এবং ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সহযোগিতা জোরদারের বিষয়টি শুধু পরিকল্পনা কিংবা পদক্ষেপ গ্রহণে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তবায়ন জরুরি হয়ে পড়েছে।

তারেক রহমান আরও বলেন, মেধা ও একাডেমিক যোগ্যতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সংস্কৃতি জোরদার করতে হবে। বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি গবেষণা ও উদ্ভাবনের দিকে আরও বেশি মনোযোগী হওয়া জরুরি।

সরকারপ্রধান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অ্যালামনাই দেশে-বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে জ্ঞান, বিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং বিভিন্ন পেশাগত ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। সেইসব প্রতিষ্ঠিত অ্যালামনাইকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার সুযোগ রয়েছে। ব্রিটেনসহ বিশ্বের অনেক দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইরা গবেষণা ও উদ্ভাবন কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন। গবেষণা ও উদ্ভাবনে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইদের আরো সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানাই।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংস্কৃতি, খেলাধুলা ও সৃজনশীল চর্চাকে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে একটি বহুমাত্রিক শিক্ষা কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। বৈশ্বিক কর্মবাজারে জায়গা করে নিতে শিক্ষার্থীদের বাংলা ও ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি একটি তৃতীয় ভাষায়ও পারদর্শী হতে হবে। প্রযুক্তিগত দক্ষতার পাশাপাশি তাদের নৈতিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে।

তারেক রহমান আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কেও সচেতন হতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকেই তরুণদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা চাকরির পেছনে না ছুটে নিজেরাই কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে পারে। আমি 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত সব কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে। এটি অবশ্যই আমাদের জন্য গৌরবের। এ উপলক্ষে আমি সম্মানিত শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীসহ 'বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯২১ সাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশে উচ্চশিক্ষার প্রসার, জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী গণ-অভ্যুত্থান, ২০২৪ সালের ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানসহ বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামে হাজারো সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীকে জীবন দিতে হয়েছে। অনেক ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে আমরা দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। এবার গণতন্ত্র সুসংহত করার পালা। এক্ষেত্রেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা রয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও উচ্চশিক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের এই যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও অটোমেশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রচলিত শিক্ষা কারিকুলামকে আধুনিক ও সময়োপযোগী করার কোনো বিকল্প নেই। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন কর্মপন্থা নির্ধারণ করা এখন সময়ের দাবি।

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, প্রযুক্তিগত বিপ্লব মোকাবিলায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার সিকিউরিটি, প্রোগ্রামিং, ডিজিটাল এন্টারপ্রেনারশিপ, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ন্যানোটেকনোলজি এবং ফাইভ-জি প্রযুক্তির মতো বিষয়গুলো শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করার বিকল্প নেই। শিক্ষাকে শুধু সার্টিফিকেটনির্ভর না রেখে কর্মদক্ষতা ও প্রায়োগিক শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে, যা বাস্তব জীবনে যেকোনো দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবে। এ কারণেই তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের দিকেও নজর দেওয়া জরুরি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় বাড়িয়ে ইন্টার্নশিপ, অ্যাপ্রেন্টিসশিপ এবং ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সহযোগিতা জোরদারের বিষয়টি শুধু পরিকল্পনা কিংবা পদক্ষেপ গ্রহণে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তবায়ন জরুরি হয়ে পড়েছে।

তারেক রহমান আরও বলেন, মেধা ও একাডেমিক যোগ্যতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সংস্কৃতি জোরদার করতে হবে। বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি গবেষণা ও উদ্ভাবনের দিকে আরো বেশি মনোযোগী হওয়া জরুরি।

দিনকাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে: প্রধানমন্ত্রী

দিনকাল রিপোর্ট: প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী গণঅভ্যুত্থান, ২০২৪ সালের ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানসহ বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নেতৃত্ব দিয়েছেন। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার দেওয়া এক বাণীতে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন। উল্লেখ্য, আজ ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে। এটি অবশ্যই আমাদের জন্য গৌরবের। এ উপলক্ষে আমি সম্মানিত শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সাবেক ও বর্তমান শিক্ষার্থীসহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯২১ সাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশে উচ্চশিক্ষার প্রসার, জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী গণঅভ্যুত্থান, ২০২৪ সালের ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানসহ বাংলাদেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নেতৃত্ব দিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন-সংগ্রামে হাজারো সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীকে জীবন দিতে হয়েছে। অনেক ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে আমরা দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। এবার গণতন্ত্র সুসংহত করার পালা। এক্ষেত্রেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা রয়েছে। এমন প্রেক্ষাপটে বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও উচ্চশিক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।



প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের এই যুগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও অটোমেশনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রচলিত শিক্ষা কারিকুলামকে আধুনিক ও সময়োপযোগী করার কোনো বিকল্প নেই। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন কর্মপন্থা নির্ধারণ করা এখন সময়ের দাবি। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, প্রযুক্তিগত বিপ্লব মোকাবিলায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার সিকিউরিটি, প্রোগ্রামিং, ডিজিটাল এন্টারপ্রেনারশিপ, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, ন্যানোটেকনোলজি এবং ফাইভ-জি প্রযুক্তির মতো বিষয়গুলো শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করার বিকল্প নেই। শিক্ষাকে শুধু সার্টিফিকেটনির্ভর না রেখে কর্মদক্ষতা ও প্রায়োগিক শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে, যা বাস্তব জীবনে যেকোনো দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা অর্জনে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবে। এ কারণেই তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের দিকেও নজর দেওয়া জরুরি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় বাড়িয়ে ইন্টার্নশিপ, অ্যাপ্রেন্টিসশিপ এবং ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সহযোগিতা জোরদারের বিষয়টি শুধু পরিকল্পনা কিংবা পদক্ষেপ গ্রহণে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তবায়ন জরুরি হয়ে পড়েছে। তিনি আরো বলেন, মেধা ও একাডেমিক যোগ্যতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সংস্কৃতি জোরদার করতে হবে। বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি গবেষণা ও উদ্ভাবনের দিকে আরো বেশি মনোযোগী হওয়া জরুরি। তারেক রহমান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

পৃষ্ঠা ২ কলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সব

প্রথম পাতার পর

অনেক অ্যালামনাই দেশে-বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানে জ্ঞান, বিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং বিভিন্ন পেশাগত ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। সেইসব প্রতিষ্ঠিত আলামনাইকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার সুযোগ রয়েছে। ব্রিটেনসহ বিশ্বের অনেক দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইরা গবেষণা ও উদ্ভাবন কার্যক্রমকে এগিয়ে নিতে পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন। গবেষণা ও উদ্ভাবনে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইদের আরো সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানাই। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংস্কৃতি, খেলাধুলা ও সৃজনশীল চর্চাকে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে একটি বহুমাত্রিক শিক্ষা কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। বৈশ্বিক কর্মবাজারে জায়গা করে নিতে শিক্ষার্থীদের বাংলা ও ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি একটি তৃতীয় ভাষায়ও পারদর্শী হতে হবে। প্রযুক্তিগত দক্ষতার পাশাপাশি তাদের নৈতিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে। তিনি আরো বলেন, শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কেও সচেতন হতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকেই তরুণদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা চাকরির পেছনে না ছুটে নিজেরাই কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে পারে। আমি 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

Scanned with CamScanner